(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ, জাতীয় নদী জোট ও জাতীয় নদী রক্ষা আন্দোলন এর যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে "দখল ও দূষণমুক্ত করে নদীর জীবন বাঁচান, বাংলাদেশ বাঁচান" শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলন

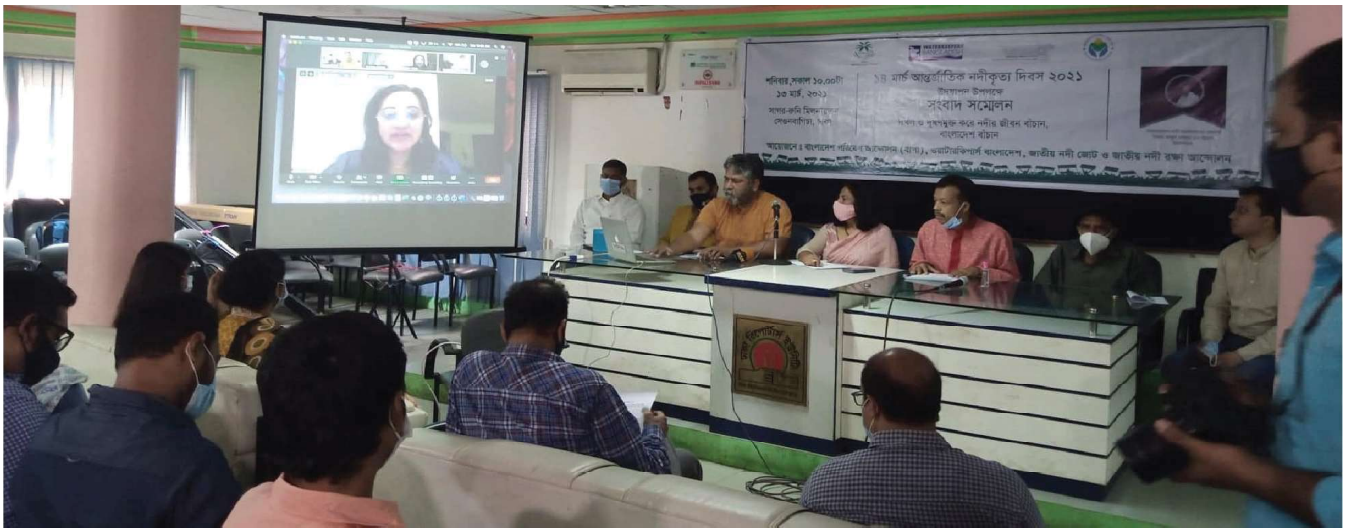

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ, জাতীয় নদী জোট ও জাতীয় নদী রক্ষা আন্দোলন এর যৌথ উদ্যোগে **১৩ই মার্চ, ২০২১** শনিবার, সকাল ১০.০০টায়, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)'র সাগর-রুনী মিলনায়তন, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস (International Day of Action for Rivers)-২০২১ উদযাপন উপলক্ষে "দখল ও দূষণমুক্ত করে নদীর জীবন বাঁচান, বাংলাদেশ বাঁচান" শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। **আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে** আয়োজিত দেশের ৫০ টি কর্মসূচি নদী আন্দোলনের অগ্রদূত সদ্য প্রয়াত বাপা'র সহ-সভাপতি সৈয়দ আবুল মকসুদ এর স্মরণে উৎসর্গ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সদ্য প্রয়াত বাপা'র সহ-সভাপতি সৈয়দ আবুল মকসুদ এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

জাতীয় নদী জোটের আহবায়ক শারমীন মুরশিদ এর সভাপতিত্বে এবং বাপার সাধারণ সম্পাদক ও ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশের সমন্বয়ক শরীফ জামিল এর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য রাখেন জাতীয় নদী রক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়ক ও বাপা'র কার্যনির্বাহী সহ-সভাপতি ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবসের পটভূমি তুলে ধরেন ইন্টারন্যাশনাল রিভারর্স এর কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ওয়াটারকিপারস এলায়েন্স এর পরিচালক শ্যারন খান। উক্ত অনুষ্ঠানে সৈয়দ আবুল মকসুদ এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখবেন বাপার সভাপতি সুলতানা কামাল, জাতীয় নদী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার ও সৈয়দ আবুল মকসুদের ছেলে সৈয়দ নাসিফ মকসুদ।

এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক মিহির বিশ্বাস, অস্ট্রেলিয়ার বেন এর সমন্বয়ক কামরুল আহসান খান, বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার, আলমগীর কবির, হুমায়ন কবির সুমন এবং বাপা নদী ও জলাশয় বিষয়ক কমিটির সদস্য সচিব ড. হালিম দাদ খান প্রমূখ।

ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন জুম এর মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলনে যুক্ত হয়ে তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, ২০০৮ সনের এক সরকারী গবেষণা মতে আমাদের দেশে কলকারখানাগুলোই হচ্ছে নদী দূষণের প্রধান উৎস। এসব থেকে নানারকম দীর্ঘস্থায়ী বিষাক্ত তরল দূষক পরিবেশের সীমাহীন ক্ষতি সাধন করে চলছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বলে প্রমানিত **৯টি দীর্ঘস্থায়ী জৈব** দূষক: এলড্রিন, ক্লোরডেন, ডিডিটি, ডাইএলড্রিন, এনড্রিন, হেপ্টক্লোর, হেক্সাক্লোর বেনজিন, মিরেক্স ও টক্সাফেন। এগুলো ১৯৯৮ সনে সারা বিশ্বে নিষিদ্ধ হলেও এর ০৭টি বাংলাদেশে এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নদী রক্ষায় তার দৃঢ় প্রত্যয় বার বার ব্যক্ত করেছেন। নদী রক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে, তারা আন্তরিক থেকেও নির্বাহি ক্ষমতার

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

অভাবে খুব বেশী কিছু করতে পারছেননা। আমাদের প্রয়োজন নির্বাহি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শক্তিশালী নদী কমিশন। তবে আমাদের উচ্চ আদালত নদীকে **জীবন্ত স্বত্তা** হিসেবে ঘোষনা করেছেন, অতএব এই স্বত্তার ভাল ভাবে বেঁচে থাকার অধিকারগুলো নিশ্চিত করাও সরকার সহ আমাদের সকলের দায়িত্ব।

সুলতানা কামাল জুম এর মাধ্যমে উক্ত সংবাদ সম্মেলনে যুক্ত হয়ে সৈয়দ আবুল মকসুদ এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি দেশের নৈতিকতা বিরোধী যে কোন কাজে সোচ্চার ছিলেন। তিনি অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। দেশের নদী ও পরিবেশ রক্ষায় তিনি ছিলেন অগ্রদূত। সুলতানা কামাল আরো বলেন নদী, প্রকৃতি ও সভ্যতা মানবজাতির সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত। মানব সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে হলে নদীর বিকল্প নাই। তিনি বলেন নদী হচ্ছে দেশের সম্পদ আর দেশের সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব প্রধানত সরকারের। আমি আশা করি প্রধানমন্ত্রীর নিকট এ দাবীগুলো
পৌছাবে এবং তিনি দেশের এই অমূল্য সম্পদ নদীগুলোকে রক্ষা করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার জুম এর মাধ্যমে উক্ত সংবাদ সম্মেলনে যুক্ত হয়ে সৈয়দ আবুল মকসুদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, গত ১৫ই জানুয়ারীতে আমাকে সৈয়দ আবুল মকসুদ ফোন করে বলেন আমরা নদী রক্ষায় প্রয়োজনে আবারো প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়াবো। তিনি তাঁর জীবনের প্রায় সবটুকু সময়ই অতিবাহিত করেছেন দেশের নদী, প্রকৃতি ও মানব কল্যাণে। ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার আরো বলেন দেশে নদী রক্ষার অনেক আইন আছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের ঘাটতি রয়েছে। নদী কমিশনকে নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। দেশের নদী উন্নয়নের প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না সেই জন্য সরকারের পাশা পাশি বাপাসহ দেশের পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোকে কাজ করতে হবে।

শ্যারন খান জুম এর মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলনে যুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবসের পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইন্টারন্যাশনাল রিভার্সের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবের আলোকে ১৯৯৭ সাল থেকে বিশ্বের নদী প্রেমী ও নদী কর্মীরা নদীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড করার মাধ্যমে দিবসটি পালন করে আসছে বলে জানান।

সভাপতির বক্তব্যে **শারমীন মুরশিদ** বলেন, সৈয়দ আবুল মকসুদ ছিলেন একজন সাদা মনের মানুষ। এই মানুষটিকে হারিয়ে দেশের পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের অনেক বড় ক্ষতি হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশে নদী রক্ষার চমৎকার আইন আছে তার পরেও নদী রক্ষা করতে পারছি না। আমরা আন্দোলন করি, নদী কমিশন নদী উদ্ধার করে, কিন্তু আবারও উদ্ধার করা নদীগুলো পূনঃদখল হয়ে যায়। একটি দখলদারকে উচ্ছেদ করতে সারা বছর লেগে যায় অথচ সরকারের অবহেলা ও প্রভাবশালীদের কারনে তা আবার দখল হয়ে যায়। এটা অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়।

আন্তর্জাতিক নদী রক্ষায় করণীয় এই দিবসের দাবীসমূহ ঃ

(০১). আদালতের রায়ের ভিত্তিতে সকল নদীর সীমানা নির্ধারণ, নির্মোহভাবে দখলদার উৎখাত ও তা দখলমুক্ত রাখতে হবে; (০২). নদী নামক জীবন্ত স্বত্তার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে; (০৩). নদীতে বাঁধ-ব্যারেজ-রেগুলেটর বসানোর 'বেষ্টনী নীতি' ভিত্তিক ভুল নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে এবং 'বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনার ২১০০' নামের সেই একই ভুল ব্যবস্থাপনা বন্ধ করতে হবে; (০৪). মৃত ও ভরাট নদী ড্রেজিং করে তার প্রবাহ ও নাব্যতা পূনরুদ্ধার করতে হবে এবং নদীর মাটি/পাড় ইজারা দেয়া বন্ধ করতে হবে; (০৫). ভূমি মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসমূহ, নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, বিআইডব্লিটিএ ও নদী কমিশনকে দৃঢ়ভাবে নদী-বান্ধব নীতি অনুসরণ করতে হবে; (০৬). বাংলাদেশকে জাতিসংঘ প্রণীত পানি প্রবাহ আইন ১৯৯৭ অবিলম্বে অনুস্বাক্ষর ও সে অনুযায়ী নদীরক্ষায় পদক্ষেপ নিতে হবে, তার ভিত্তিতে একটি আঞ্চলিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও সকল আন্তঃসীমান্ত নদীর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে; (০৭). সকল শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট সংযোজন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে;(০৮). শহুরে গৃহস্থালী ও হাসপাতাল বর্জ্য নদীতে ফেলা বন্ধ ও তরল বর্জ্য পরিশোধন করা সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক করতে হবে; (০৯) নদীর উপর কাঁচা/পাকা পায়খানা নির্মান বন্ধ এবং জমিতে রাসায়নিক সার-কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে; (১০). নৌ-যান নির্গত ময়লা, বর্জ্য, তেল পানিতে ফেলা নিষিদ্ধ ও নৌ-যানে তেলের পরিবর্তে সোলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।

তিস্তা পাড়ের ৩টি জেলায় তিস্তা নদী রক্ষা কমিটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নদী কৃত্য দিবস পালিত।

কুড়িগ্রাম: 'নদীকে নদীর মত বইতে দাও' শ্লোগান কে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে তিস্তা নদী রক্ষা কমিটি কুড়িগ্রাম জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত উলিপুরের থেতরাই ইউনিয়নের পাকার মাথা তিস্তা নদীর পাড়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বালু উত্তোলন বন্ধ, দূষণমুক্ত এবং অবৈধ দখল বন্ধের দাবীতে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি তিস্তা নদী রক্ষা কমিটি, কুড়িগ্রাম জেলা শাখার উপদেষ্টা উলিপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবু সাঈদ সরকার, থেতরাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী সরকার, সাধারণ সম্পাদক পঞ্চায়েত আলমগীর, সদস্য বিপ্লব মন্ডল, আনিছুর রহমান মাষ্টার, নাহিদ হাসান প্রমূখ। বক্তারা বলেন নদী বাঁচলে দেশ বাঁচবে। বালু উত্তোলন বন্ধ, দূষণ মুক্ত ও অবৈধ দখল বন্ধ করে নদীকে বাঁচাতে হবে। নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেয়া সহ উক্ত দাবী বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিদের নিকট জোর দাবী করা হয়েছে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

লালমনিরহাট: "দখল ও দূষণমুক্ত করে নদীর জীবন বাঁচান, বাংলাদেশ বাঁচান" এই শ্লোগান কে সামনে রেখে তিস্তা নদী রক্ষা কমিটি লালমনি-রহাট জেলা শাখার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৭১' এর বীর সেনা গেরিলা কমান্ডার এসএম শফিকুল ইসলাম কানু মহোদয়। জেলা প্রতিনিধি মিঠু খন্দকারের সঞ্চালনায়, সভাপতিত্ব করেন জনাব এন্তাজুর রহমান শফিউদ্দিন, কর্মাস কলেজ লালমনিরহাট। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ নদী আন্দোলনের পথিকৃৎ মরহুম সৈয়দ আবুল মকসুদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন তিস্তাসহ সকল নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং নদীর অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

রংপুর: আন্তর্জাতিক নদী কৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে রংপুর শহরের বুক চিরে প্রবাহিত ঘাঘট ও শ্যামাসুন্দরী নদীর দখল ও দূষণমুক্ত করার দাবিতে-রংপুরের পার্ক মোড়ে (বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে) এক মানববন্ধনের অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামাসুন্দরী নদীর প্রতিনিধি আরমান শাহ উল্লাহ-এর সঞ্চালনায় মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন সাজু বাঙালী, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, তিস্তা নদী রক্ষা কমিটি। উক্ত মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহীন আলম, সহ-সভাপতি তিস্তা নদী রক্ষা কমিটি, নীলফামারী জেলা শাখা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি, কুড়িগ্রাম জেলা শাখা। মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন, আলিফ হোসেন, রাশেদ খান, লুৎফর রহমান ও আলমগীর হোসেন প্রমূখ।

পঞ্চগড়: করোতোয়া,তালমা সহ সকল নদী রক্ষায় উদ্যোগ ও করনীয় প্রতিপাদ্য নিয়ে পঞ্চগড়ে নদী কৃত্য দিবস পালিত হয়েছে । ১৪ মার্চ রোববার সন্ধায় এ উপলক্ষ্যে নজরুল পাঠাগারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন পঞ্চগড় জেলা শাখা, প্রাণ, প্রকৃতি, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংগঠন কারিগর এবং গ্রীণ ভয়েস যৌথভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। পরিবেশ আন্দোলন পঞ্চগড় জেলা শাখার সভাপতি একে এম আনোয়ারুল খায়েরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায় বক্তা হিসেবে সাবেক অধ্যক্ষ্য গল্পকার ও গবেষক শফিকুল ইসলাম, সিনিয়র সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম শহীদ,ও নাট্যকার, নির্দেশক, পরিবেশ কর্মী ও কারিগরের নির্বাহী পরিচালক সরকার হায়দার আলোচনা করেন। পরে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

শফিকুল ইসলাম বলেন, নদী রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নদীকে উপলব্ধি করতে হবে। নদীর দান আমরা অকাতরে গ্রহণ করি। কিন্তু নদীর জন্য কিছু করিনা-এটি সঠিক নয়। নদী রক্ষায় তাই সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে। সরকার হায়দার বলেন পঞ্চগড়ে ৪৬টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। এরমধ্যে প্রায় ২০টি নদীর উৎপত্তি এই জেলার নরম মাটিতে। এতো নদী অন্য কোন জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়নি। তাই তিনি পঞ্চগড়কে নদীর জেলা হিসেবে ঘোষণা করার আহ্বান জানান। আনোয়ারুল ইসলাম খায়ের সমাপনি বক্তব্যে বলেন আমরা দীর্ঘদিন থেকে নদীকে রক্ষার জন্য কাজ করছি। সামনের দিনেও এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে। তিনি নদী রক্ষায় তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

বগুড়া: বাপা বগুড়া আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে রবিবার ১৪ মার্চ আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে বগুড়া শহরের করতোয়া নদী সংলগ্ন এসপি ব্রীজ (মালতিনগর) এলাকায় "দখল ও দূষণমুক্ত করে নদীর জীবন বাঁচান, বাংলাদেশ বাঁচান" শীর্ষক প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল করিম দুলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পথসভার শুরুতে বিশ্ব নদীকৃত্য দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বাপা বগুড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ জিয়াউর রহমান। পথসভায় আরো বক্তব্য রাখেন বাপার সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুল মান্নান, এ্যাড. মোজাম্মেল হক, ইঞ্জিঃ সাহাবুদ্দিন সৈকত, দৈনিক বগুড়ার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রেজাউল হাসান রানু, বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক সাংবাদিক সৈয়দ ফজলে রাব্বী ডলার প্রমূখ। পথসভায় বাপা বগুড়া শাখার পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানিয়ে বলা হয় করতোয়া নদী রক্ষায় আদালতের রায় দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। আদালতের রায়ের ভিত্তিতে সকল নদীর সীমানা নির্ধারণ, নির্মোহভাবে দখলদার উৎখাত ও তা দখলমুক্ত রাখতে হবে। নদী নামক জীবন্ত স্বত্তার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে; সকল ধরনের বর্জ্য নদীতে ফেলা বন্ধ করতে হবে। পথসভা শেষে বাপা'র কেন্দ্রীয় সহসভাপতি সদ্য প্রয়াত সৈয়দ আবুল মকসুদ এর স্মরণে করতোয়া নদীর তীরে ফেস্টুন লাগানো হয়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

নওগাঁ: বাপা নওগাঁ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে রবিবার ১৪ মার্চ নওগাঁ ব্রীজ মোড়ে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ আঞ্চলিক শাখার সভাপতি অধ্যাপক মর্তুজা রেজা, সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম রফিক প্রমূখ। মানববন্ধন থেকে ছোট যমুনাসহ নওগা জেলার সকল নদী অবিলম্বে দখল ও দূষণ মূক্ত করার জোর দাবী জানান জেল প্রশাসনের প্রতি।

জয়পুরহাট: বাপা জয়পুরহাট আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে রবিবার ১৪ মার্চ আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে জয়পুর হাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার শিমুলতলী ব্রীজ মোড়ে ছোট যমুনা নদীর পাড়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা নটরডেম কলেজের সাবেক অধ্যাপক ম. নুরুন্নবী, প্রধান অতিথি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আহমেদ মকবুল মুকুল,অন্যান্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাপা সদস্য লেখক ও নদী গবেষক লুতফুল্লাহিল কবির আরমান, সংঙ্গীত শিল্পী আব্দুল মজিদ, কবি জয়নুল আবেদীন মাহমুদ প্রমূখ।

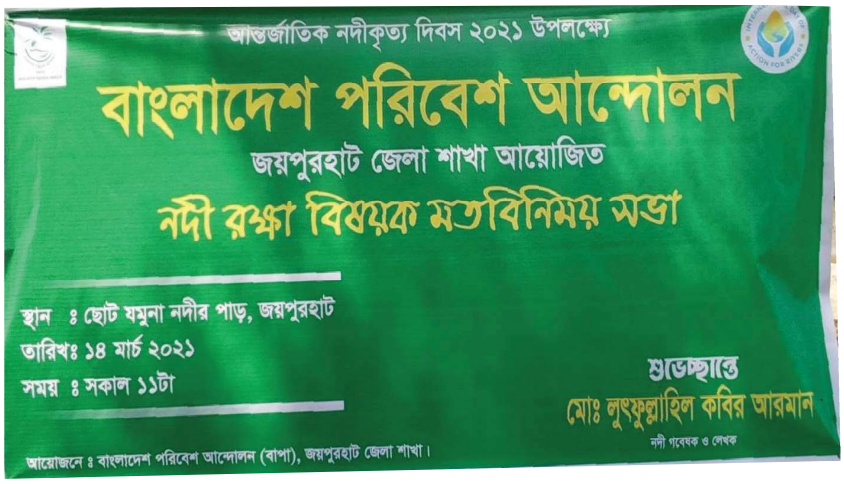

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

আন্তজার্তিক নদীকৃত্য দিবস/২০২১ উপলক্ষ্যে চাটমোহর, পাবনায় আলোচনা সভা ও নদী নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা আনুষ্ঠিত হয়।

চাটমোহর: প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সজীব শাহরীন, এএসপি সার্কেল, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর, পাবনা। সভাপতিত্ব করেন জয়দেব কুন্ডু, সভাপতি, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ ও সদস্য বড়াল রক্ষা আন্দোলন, চাটমোহর, পাবনা, সূচনা বক্তব্য দেন এস এম মিজানুর রহমান, সদস্য সচিব, চলনবিল রক্ষা আন্দোলন ও বড়াল রক্ষা আন্দোলন। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ডা: অঞ্জন ভট্টাচার্য্য, আহবায়ক বড়াল রক্ষা আন্দোল; রকিবুর রহমান টুকুন, সভাপতি, চাটমোহর প্রেস ক্লাব; মোঃ হেলালুর রহমান জুয়েল, সম্পাদক, দৈনিক আমাদের বড়াল; মোঃ নূরে আলম মঞ্জু, নির্বাহী পরিচালক, ভূমিহীন উন্নয়ন সংস্থা; মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সভাপতি, উত্তরবঙ্গ মৌ-চাষী সমিতি ও মোছাঃ রোকেয়া আজাদ, সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, চাটমোহর উপজেলা।

নদী নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় চার গ্রুপে দুই শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে ১২ জনকে পুরুস্কৃত করা হয়। এছাড়া সবাইকে সান্তনা পুরুস্কার দেয়া হয়।

টাঙ্গাইল: লৌহজং বাঁচলে টাঙ্গাইল বাঁচবে এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ১৪মার্চ টাঙ্গাইলে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) টাঙ্গাইল শাখার আয়োজনে নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিলো টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন, র‍্যালী ও লৌহজং নদী পরিদর্শন। আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবসের কর্মসূচির সভাপতিত্ব করেন মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক ডিন অধ্যাপক ডঃ এ এস এম সাইফুল্লাহ। এতে বক্তব্য রাখেন মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আদর্শ কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান সৈয়দ আবদুর রহমান, বেলা টাঙ্গাইলের ব্যবস্থাপক মীর জালাল আহমেদ, বাপা টাঙ্গাইল আঞ্চলিক শাখার সমন্বয়ক শহীদ মাহমুদ, সদস্য আজহারুল ইসলাম খান প্রমূখ। মানববন্ধন শেষে অংশগ্রহনকারী সবাই মিলে লৌহজং নদী পরিদর্শন করে এই নদী দখল ও দূষণ মুক্ত করার দাবী জানান।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

ভালুকা: আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে রোববার দুপুরে ভালুকা বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ভালুকা আঞ্চলিক শাখা ময়মনসিংহের ভালুকায় শিল্পের বর্জ্য ও দূষন রোধসহ দখল বন্ধ করা এবং খননের করে নাব্যতা বৃদ্ধি করে প্রমত্তা ক্ষীরু নদীকে পুর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার দাবীতে র‍্যালী, মানববন্ধন, ও জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধনে বাপা ভালুকা শাখার সদস্য সচিব কামরুল হাসান পাঠান কামালের সভাপতিত্বে এবং সাংবাদিক আসাদুজ্জামান সুমনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার জহিরুল আলম ঢালী, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান, রাজৈ ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাদশা,উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক ওমর হায়াত খান নঈম, টেলিফোনে সংযুক্ত হন বাপা ভালুকা শাখার আহ্বায়ক ও সুপ্রিম কোর্টের সহকারী এ্যাটর্নি জেনারেল শাহ মোঃ আশরাফুল হক জর্জ। সমাবেশে বক্তাগন নদী দুষনে চারপাশের নানা ক্ষতিকর দিক উপস্থাপন করেন। এ ছাড়াও নিয়মবর্হিভুত ভাবে শিল্প বর্জ্য নদীতে ফেলায় পানি দুষিত হয়ে এলাকার হাজার হাজার একর জমির ফসলহানীসহ নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করে দ্রুত এ থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে প্রশাসনের জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

১৪ মার্চ, ২০২১ আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা', নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, Voice of the Old Brahmaputra River keeper affiliate, বৃহত্তর ময়মনসিংহ নারী উদ্যোক্তা সংঘ, আমরা পারি সুপার সপ যৌথভাবে

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে" নদী দখল দুষন বন্ধ এবং নদের নাব্যতা রক্ষার আহবান" জানিয়ে বিকাল ৩.৩০ ময়মনসিংহ শহরের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা সংলগ্ন খেয়া ঘাটে একটি মানববন্ধন, সমাবেশ ও নদী পর্যবেক্ষন কর্মসুচী পালন করা হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ নারী উদ্যোক্তা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা হাফিজা আক্তার রানী, প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা' কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান ইবনুল সাঈদ রানা, অনুষ্ঠন সঞ্চালনা করেন স্বপ্ন ৩০ এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব আরাফাত, অতিথি বক্তা হিসাবে কথা বলেন গবেষক একে এম এজাজুল ইসলাম, অনুষ্ঠনের নদী পর্যবেক্ষন টীম পরিচালনায় ছিলেন আমরা পারি সুপার সপ এর নার্গিস কামাল ও আফরোজা।

বক্তারা নদের চরে নারী নেত্রীরা শুকনো নদে দাড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ও নদের নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে জোর দাবী জানান। এ সময় বক্তব্য দেন প্রভাষক দিয়া হক, সনি, মলি বসাক, জিনাত আরা, শামিমা, তন্বী সরকার, শাহনাজ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় নৌকার মাঝি, নদী পারাপার রত জনগন অংশগ্রহন করে নদ রক্ষায় সকল দাবী বাস্তবায়নের জন্য একাত্নতা প্রকাশ করেন।

কিশোরগঞ্জ: ১৪ মার্চ, ২০২১ আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক শাখা ও পরিবেশ রক্ষা মঞ্চ পরম এর আয়োজনে কিশোরগঞ্জে নরসুন্দা নদীর প্রবাহ চালু করার জন্য মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত। মানববন্ধনে পরিবেশ রক্ষা মঞ্চ পরমের আহ্বায়ক ও বাপা জাতীয় কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ শরীফ সাদীর সভাপতিত্বে ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম জুয়েলে-এর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব কবি বাঁধন রায়, শিল্পী আবুল কালাম আজাদ, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শেখ সেলিম কবীর, নিরাপদ সড়ক চাই জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) আঞ্চলিক শাখা'র পরিবহন ও পরিকল্পনা উপ-কমিটির সদস্য সচিব সাংবাদিক শফিক কবীর, কৃষক লীগ নেতা আখতারুজ্জামান শিপন, আলমগীর হোসেন, নগরায়ন উপ কমিটির আহবায়ক ফরিদ মিয়া, বাপার (সাংস্কৃতিক) উপ-কমিটির সদস্য সচিব চন্দ্রা রানী সরকার প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন ৮০ দশকের শুরুতে কাউনায় অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ করে নরসুন্দা নদীর পানি প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে এই নদী কে হত্যা করা হয়। যার ফলে শুকনো মৌসুমে এখন নরসুন্দায় পানি নেই ভরা মৌসুমে নেই প্রবাহ, ফলে নরসুন্দা নদী পরিণত হয়েছে নোংরা, ময়লা ও আবর্জনার ভাগাড়ে।

সমাবেশ থেকে কাউনার বাঁধ খুলে মূল ব্রহ্মপুত্র থেকে খাল কেটে, নরসুন্দার উৎসমুখে সংযোগ করা, নদীর সীমানা নির্ধারণ করে সঠিক পিলার স্থাপন, নরসুন্দার খনন কাজে সংগঠিত দুর্নীতির তদন্ত ও দোষীদের বিচারের আওতায় আনয়ন, সম্পূর্ণ নদী পুণ-খনন সব নদীতে আবর্জনা ফেলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি উত্থাপন করা হয়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

হবিগঞ্জ: ১৪ মার্চ,২০২১ আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জ শাখা এবং খোয়াই রিভারওয়াটারকিপার আয়োজিত "নদী আর জীবনের কথা" শিরোনামে দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি প্রফেসর ইকরামুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন বক্তৃতা প্রসঙ্গে হবিগঞ্জ পৌরসভার নব নির্বাচিত মেয়র আতাউর রহমান সেলিম, ষ্টামফোর্ড ইউনির্ভাসিটির পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার, বাপার কেন্দ্রিয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল, নির্বাহী সদস্য আব্দুল করিম কিম, সিলেট প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ছামির মাহমুদ। বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনসুর উদ্দিন আহমদ ইকবাল, সাবেক সভাপতি শোয়েব চৌধুরী, অধ্যাপক নাসরিন হক, কবি মোস্তাফিজুর রহমান, পরিবেশ কর্মী আব্দুল কাইয়ুম প্রমুখ।

দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে নদীর পানি প্রদর্শনী, নদীর ছবি আঁকা,বিতর্ক, সংবাদ প্রদর্শনী, তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, নদী নিয়ে গান , কবিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, হবিগঞ্জ জেলার নদী গুলো চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়েছে। দখল-দূষণে জেলার নদীগুলো বর্তমানে অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। বক্তারা আরো বলেন,এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা কল-কারখানাগুলো শুরু থেকেই বেপরোয়াভাবে দূষণ চালিয়ে আসছে যা সংশ্লিষ্ট গ্রামসমূহের বাসিন্দাদের সাংবিধানিক অধিকারের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত। নদী একটি জীবন্ত সত্তা। উচ্চ আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে চিহ্নিত বা দৃশ্যমান সকল বেআইনি দখলদারদের স্থাপিত সকল অবকাঠামো দখলি অবস্থান অবিলম্বে ব্যতিক্রমহীন ভাবে অপসারণ করে সকল নদী দখল, দূষণমুক্ত করে স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার দাবী জানানো হয়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত মেয়র আতাউর রহমান সেলিম বলেন, হবিগঞ্জ শহরের পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব আমার। এজন্য জনগনের পাশপাশি রাজনৈতিক সদিচ্ছা খুবই জরুরী। নির্বাচনের আগে ভোটারদেরকে পরিবেশ দুষণসহ নানা সমস্যা সমাধানের জন্য জনগনের কাছে ওয়াদা করেছি। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই শহরের বিভিন্ন পেশাজীবী ও সংসদ সদস্যকে নিয়ে আলোচনা সভায় বসবো। তিনি শহরের পুরাতন খোয়াই নদী, পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন সরকার ও রাজনৈতিক সহযোগিতা না পেলে কোন কাজই করা সম্ভব হবে না।

প্রফেসর ডঃ আহমেদ কামরুজ্জমান মজুমদার বলেন, নদীকে জীবন্ত স্বত্ত্বা বলা হয় কিন্তু শিল্প থেকে ফেলা তরল বর্জ্যে নদীকে বাচাঁনো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। একশ্রেনী লোভি শিল্পপতিরা টাকা খরচ বাঁচানোর জন্য তারা ইটিপি চালান না। পরিবেশ অধিদপ্তরের লোকজন আসার খবর পেয়ে তারা কয়েক ঘন্টা ইটিপি চালিয়ে দায় সম্পন্ন করেন।

শরীফ জামিল বলেন, খোয়াই নদী পুনঃ উদ্ধার না হলে হবিগঞ্জবাসী বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবেন। তিনি ধারণা করছেন আগামী বর্ষাতেই শহরের বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দিবে। তিনি নবনির্বাচিত মেয়রকে উদ্দেশ্যে বলেন, হবিগঞ্জের পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় যদি পুরাতন খোয়াই নিয়ে কোন প্ল্যান করতে চান তা হলে বিনা খরচায় দেশ বরেণ্য পরিবেশবিদ, স্থপতিকে দিয়ে কাজ করে দেব। এর আগে মেয়রকে জনগনের কল্যানের জন্য নির্মোহভাবে নদী ও পুকুর অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

সিলেট: ১৪ই মার্চ, ২০২১ আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পরিবেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট আঞ্চলিক শাখা ও সুরমা রিভার ওয়াটারকিপার-এর যৌথ উদ্যোগে সুরমা নদী তীরের চাঁদনীঘাটে মানবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখার সহ সভাপতি প্রফেসর ডঃ নাজিয়া চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন নর্থ-ইষ্ট ইউনিভার্সিটি'র ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস। বাপা সিলেট শাখার সাধারন সম্পাদক ও সুরমা রিভার ওয়াটারকিপার আব্দুল করিম কিম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আল আজাদ ও সাধারন সম্পাদক ছামির মাহমুদ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল ষ্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ জহিরুল হক শাকিল ও সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ আলি আক্কাস, সমাজকর্মী বাবলু আল মামুন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, নদী আমাদের প্রতিনিয়ত দান করে চলেছে, সেই দানের প্রতিদান আমরা কীভাবে দিই, তার হিসাব-নিকাশ করতে হবে। বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাস লিখতে হলে নদীর কথা লিখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে দেশের মানুষের অন্যতম শ্লোগান ছিল 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'। আজ আমরা সেই ঠিকানা হারাতে বসেছি।

সভাপতির বক্তব্যে ডঃ নাজিয়া চৌধুরী আন্তর্জাতিক নদী দিবস উপলক্ষে বাপা সহ বিভিন্ন নদী বিষয়ক সংগঠনের যৌথ দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। দাবীগুলো হলো-

১. আদালতের রায়ের ভিত্তিতে সব নদীর সীমানা নির্ধারণ, নির্মোহভাবে দখলদার উৎখাত ও তা দখলমুক্ত রাখতে হবে ২. নদী নামক জীবন্ত স্বত্তার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে ৩. নদীতে 'বাঁধ-ব্যারেজ-রেগুলেটর বসানোর বেষ্টনী নীতি' ভিত্তিক নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে এবং 'বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনার-২১০০' নামের সেই একই ভুল ব্যবস্থাপনা বন্ধ করতে হবে ৪. মৃত ও ভরাট নদী ড্রেজিং করে তার প্রবাহ ও নাব্য পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং নদীর মাটি/পাড় ইজারা দেওয়া বন্ধ করতে হবে ৫. ভূমি মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াসা, সিটি করপোরেশন, পৌরসভাসমূহ, নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, বিআইডবিটিএ ও নদী কমিশ-নকে দৃঢ়ভাবে নদীবান্ধব নীতি অনুসরণ করতে হবে ৬. বাংলাদেশকে জাতিসংঘ প্রণীত পানি প্রবাহ আইন-১৯৯৭ অবিলম্বে অনুস্বাক্ষর ও সে অনুযায়ী নদীরক্ষায় পদক্ষেপ নিতে হবে, তার ভিত্তিতে একটি আঞ্চলিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও সব আন্তঃসীমান্ত নদীর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে ৭. সব শিল্প কারখানায় বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট সংযোজন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে ৮. শহুরে গৃহস্থালী ও হাসপাতাল বর্জ্য নদীতে ফেলা বন্ধ ও তরল বর্জ্য পরিশোধন করা সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক করতে হবে ৯. নদীর ওপর কাঁচা/পাকা পায়খানা নির্মাণ বন্ধ এবং জমিতে রাসায়নিক সার-কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে ১০. নৌ-যান নির্গত ময়লা, বর্জ্য, তেল পানিতে ফেলা নিষিদ্ধ ও নৌ-যানে তেলের পরিবর্তে সোলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

সারি নদী: নদ-নদীকে জলমহাল হিসাবে ইজারা দেয়ার প্রথা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখা, ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ ও সারি নদী বাঁচাও আন্দোলন। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী রাতারগুল জলারবন সংলগ্ন কাফনা ও সারী-গোয়াইন নদীর মিলনস্থল হিসাবে পরিচিত

চিরিঙ্গিঘাটে ১৫ মার্চ দুপুর ২টায় আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে এই সংগঠনগুলোর উদ্যোগে এক গ্রামীণ নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক ও ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ-এর কো-অর্ডিনেটর শরীফ জামিলের নেতৃত্বে কাফনা নদী ও রাতারগুল জলারবন পরিদর্শন শেষে প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রাহক ও ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন চৌধুরী মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা শাহজামান চৌধুরী বাহার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গ্রামীন নাগরিক সভায় বক্তারা বলেন, প্রবাহমান পানির ধারাকে বাধাগ্রস্থ করা যাবে না। রাষ্ট্রের পক্ষে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নদীর কোনো অংশ বিক্রি বা ইজারা দেয়ার আর কোন সুযোগ নেই। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী নদী একটি জীবন্ত স্বত্ত্বা। সেই নদীকে মৃত দেখিয়ে জলমহাল হিসেবে ইজারা দেওয়া কোনভাবেই দেশ ও দশের জন্য মঙ্গলজনক নয়। সিলেটের জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাট উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত কাপনা নদী সহ সিলেট অঞ্চলের জলমহাল হিসাবে লীজ দেয়ার তালিকায় নেয়া সকল নদী ও পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ হাওর ও জলাধার ঢালাও ভাবে ইজারা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

বাপা'র সাধারন সম্পাদক শরীফ জামিল বলেন, রাতারগুল জলারবন-এর বাস্তুতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত কাফনা নদীকে সম্প্রতি জৈন্তাপুর উপজেলা প্রশাসন জলমহাল হিসাবে ইজারা দিতে স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকে টেন্ডার দিলে পরিবেশ ও নদীকর্মীদের ক্ষুব্ধ করে। সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার 'আন্দুগাং' বলে পরিচিত একটি বাস্তুতন্ত্র সমৃদ্ধ লেক ও জৈন্তাপুর উপজেলার লাল শাপলার বিল খ্যাত কেন্দ্রী হাওরের কুলিখাল ও পুঙ্গাখালকেও ইজারা দেয়া বন্ধ করার দাবি জানাই। দেশের নদ-নদী ও প্রকৃতি রক্ষা করতে হলে আমাদের লুটে খাওয়ার চিন্তা ভাবনা বদলাতে হবে। বাপা সিলেটের সাধারন সম্পাদক আব্দুল করিম কিম বলেন, স্থানীয় মানুষকে নিয়ে বাপা আন্দোলন করে এবং ইজারা দেয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করানো হয়। কাফনা সহ অন্যান্য নদীকে ইজারার হাত থেকে বাঁচাতে এবারো আন্দোলন শুরু করা হলো।

সারি নদী বাঁচাও আন্দোলন-এর সভাপতি আব্দুল হাই আল হাদি বলেন, জাতীয় একটি দৈনিকে গত ১লা মার্চ, ২০২১ ইং তারিখে জলমহাল ইজারার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। জৈন্তাপুর ভূমি অফিস থেকে প্রকাশিত এ বিজ্ঞপ্তিতে ২০ একর পর্যন্ত ২৯টি জলমহালের যে তালিকা রয়েছে, তার মধ্যে কাপনা নদীর নাম রয়েছে। এছাড়াও এতে লাল শাপলার বিলখ্যাত কেন্দ্রী হাওরের কুলিখাল ও পুঙ্গাখালের নাম রয়েছে। রয়েছে আগফৌদের তেলীখাল ও দিগারাইলের ভাতুখালের নাম। বিজ্ঞপ্তি মতে, কাপনা নদীর উমনপুর হাওর এলাকার ৭.৭০ একর এলাকার ইজারার আবেদন আহবান করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় একটি দৈনিকে জলমহাল ইজারার একটি বিজ্ঞপ্তি ৩ মার্চ, ২০২১ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়। খাস জলাশয় এবং জলমহাল ইজারা দেওয়ার জন্য সরকারের নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু নদীকে 'জলমহাল' হিসেবে ইজারা দেয়া কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে ও এড়াবরাক নদীকে খালে পরিণত করার চক্রান্তের প্রতিবাদে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার দাবীতে পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ ও এড়াবরাক নদীরক্ষা আঞ্চলিক কমিটির যৌথ ১৪ই মার্চ নবীগঞ্জে গ্রামীণ নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিম। বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট জেলা কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছামির মাহমুদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পোয়েটস ক্লাবের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান কবি মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী, বাঁচাও হাওর আন্দোলন সিলেটের আহবায়ক সাজিদুর রহমান সোহেল এবং সেভ আওয়ার স্ট্রিট এনিমেল সিলেটের সমন্বয়ক ওয়াজিহ আহমদ অমু, সাংবাদিক এমএ আহমদ আজাদ।

নাগরিক সভায় বক্তারা বলেন-এড়াবরাক নদীকে খালে পরিণত করার লক্ষ্যে একটি কুচক্রী মহল গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করছে। যেকোনো মূল্যে এসব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার আহবান জানান।

বাপা সিলেটের সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম কিম বলেন, ৬০০ ফুট প্রস্থের এরাবরাক নদীকে একশত ফুট খনন করলে নদীটি বিলিয়ন হয়ে যাবে। এরফলে ওই এলাকায় পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিবে। নদীর তীরবর্তী বাসিন্দারা ও হাওরে ধান চাষ করা দূরুহ হয়ে পড়বে। তাই এরাবরাক নদীকে তার স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে কম পক্ষে ৫০০ ফুট প্রস্থ আর বিশ ফুট গভীর করে খনন করতে হবে।

বিশ্বনাথ: আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে ১৪ই মার্চ বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখা, সুরমা রিভার ওয়াটারকিপার ও বাঁচাও হাওর আন্দোলন এর যৌথ উদ্যোগে ছহিফাগঞ্জ বাজাওে মরা সুরমা নদীর উৎসমুখ ও বড়খাল দখল মুক্ত করার দাবিতে বিশ্বনাথের গ্রামীন নাগরিক সভা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশ পোয়েটস ক্লাবের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান কবি মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সিলেট জেলা ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি মাসুদ রানা চৌধুরীর সঞ্চালনায় এই কর্মসুচিতে মূল বক্তব্য রাখেন সুরমা ওয়াটার কিপার ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিম। আরো বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক ছামির মাহমুদ, ছৈফাগঞ্জ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মৌলানা আব্দুর রৌফ, বাঁচাও হাওর আন্দোলন সিলেটের আহবায়ক সাজিদুর রহমান সোহেল এবং সেভ আওয়ার স্ট্রিট এনিমেল সিলেটের সমন্বয়ক ওয়াজিহ আহমদ অমু, আব্দুল কাদির প্রমুখ।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

বরিশাল: বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বেলা, নাগরিক উদ্যোগ, এএলআরডিসহ স্থানীয় সম্মিলিত উদ্যোগে ১৪ই মার্চ, ২০২১ বরিশালে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবসটি পালন করা হয়। সকাল ১০টায় কীর্তনখোলা নদীর তীরে (ডিজি ঘাট সংলগ্ন) মানববন্ধন ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা শেষে নদীর জীবন্ত স্বত্ত্বা ও প্রবাহ নিশ্চিতসহ দখল-দূষণ প্রতিরোধে নদীতে পুষ্প অর্পন এবং কাগজের নৌকা ভাসানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিন মানিক বীর প্রতীক। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর শাহ সাজেদা সভাপতি, সনাক, প্রফেসর গাজী জাহিদ হোসেন সভাপতি, সুজন জেলা কমিটি, মোঃ রফিকুল আলম নির্বাহী সদস্য বাপা, রনজিৎ কুমার দত্ত বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন, লিংকন বায়েন সমন্বয়কারী বেলা, মোঃ মনিরুল ইসলাম এরিয়া ম্যানেজার-টিআইবি, গাজী গোলাম মোস্তফা প্রোগ্রাম অফিসার- টিআইবি, শুভংকর চক্রবর্তী সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, কাজী মিজানুর রহমান ফিরোজ সভাপতি সবুজ আন্দোলন, কাজী এনায়েত হোসেন শিবলু, নদী-খাল বাঁচাও আন্দোলন, সুপ্রিয় দত্ত নাগরিক উদ্যোগ প্রমুখ।

মহেশখালী: বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মহেশখালী আঞ্চলিক শাখা, ওয়াটারকিপারস বাংলাদেশ, কোহেলীয়া নদী রক্ষা কমিটি ও কোহেলীয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির যৌথ উদ্যোগে ১৪ মার্চ, ২১ আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস ২০২১ উপলক্ষে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ মার্চ বিকাল ৪টায় কোহেলীয়া নদীর পাড়ে মানববন্ধন ও সন্ধা ৬টায় ইউনুছখালী বাজারে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মোছাদ্দেক ফারুকীর সভাপতিত্বে মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার সাধারণ সম্পাদক সংবাদকর্মী আবু বক্কর ছিদ্দিক, সিনিয়র সদস্য সালাহ উদ্দির নূরী পিয়ারু, মহেশখালী মৎস্য প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম, হোয়ানক মৎস্যজীবি লীগের সভাপতি লিয়াকত আলী, কোহেলীয়া নদী রক্ষা কমিটির সদস্য সংবাদকর্মী রকিয়ত উল্লাহ প্রমূখ ।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

বক্তারা বলেন একজন মায়ের সাথে ছেলের যেমন সম্পর্ক রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে মহেশখালীর কোহেলীয়া নদীর সাথে এতদাঞ্চলের মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই কোহেলীয়া নদী মরে যাওয়া মানে মহেশখালীর প্রায় দুই লক্ষ মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়া। নদী ভরাট করে সড়ক নির্মাণ করা বিশ্বের কোথাও নজির নেই, কিন্তু আমাদের কোহেলীয়া নদী ভরাট করে বিশাল সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে এটা নজীরবিহীন। সু-গভীর একটা নদী ভরাট হয়ে গেছে অথচ সরকারী সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিছুই করছে না এটা খুবই দুঃখজনক। কোহেলীয়া নদী হারিয়ে গেলে এ নদীর উপর নির্ভরশীল জেলে থেকে শুরু করে হাজার হাজার বিভিন্ন পেশার লোকজন বেকার হবে, একই সাথে সরকারও বিশাল অংকের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে। তাই মহেশখালীর কোহেলীয়া নদী বাঁচিয়ে রাখা অতি প্রয়োজন বলে বক্তারা মনে করেন।

কক্সবাজার: বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) কক্সবাজার আঞ্চলিক শাখার সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ১৪ মার্চ, ২১ আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন কক্সবাজার জেলার দুদক আইনজীবী এডভোকেট আব্দুর রহিম, হেমন্তিকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির সভাপতি অনিল দত্ত, বাংলাভিশনের ষ্টাফ রিপোর্টার এম আর খোকন, রাখাইন বুডিষ্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি উ-সেন প্রমূখ।

মোংলা: ১৪ মার্চ রবিবার সকালে মোংলার চরকানার পশুর নদীতে সদ্য ডুবে যাওয়া কয়লা ভর্তি কার্গোডুবির স্থানে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এবং পশুর রিভার ওয়াটারকিপার আয়োজিত আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য নদী দিবস উপলক্ষ্যে "পশুর নদী বাঁচাও, সুন্দরবন বাঁচাও" শীর্ষক এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

রবিবার সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে সভাপতি এবং প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মোংলা শাখার আহ্বায়ক পশুর রিভার ওয়াটারকিপার মোঃ নূর আলম শেখ। মানববন্ধন চলাকালীন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাপা নেতা সাংবাদিক এম এ সবুর রানা, কমলা সরকার, আব্দুর রশিদ হাওলাদার, গীতিকার মোল্লা আল মামুন, পশুর রিভার ওয়াটাকিপার ভলান্টিয়ার মাহারুফ বিল্লাহ, মেহেদী হাসান বাবু, শেখ রাসেল, পরাগ মনি রাজু প্রমূখ।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় সরকারি প্রবাহমান নদী-খালে বাঁধ দিয়ে চিংড়ি চাষ এবং দখল করে অবকাঠামো নির্মান করার ফলে প্রাণ-প্রকৃতিতে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ঠি হয়েছে। বক্তারা অবিলম্বে নদী-খালের অবৈধ বাঁধ অপসারণ করার জন্য সরকারে প্রতি আহ্বান জানান। বক্তারা সুন্দরবনের বাফারজোন এলাকার মধ্যে পশুর নদীর পাড়ে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন গড়ে ওঠারও সমালোচনা করেন।

মোঃ নূর আলম বলেন সুন্দরবনের প্রাণ পশুর নদীর দূষণ ও দখল রুখতে হবে। মুনাফালোভী ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বেপরোয়া শিল্পায়নের দ্বারা আক্রান্ত পশুর নদী। প্রতিনিয়ত পশুর নদীতে তেল-কয়লা-সার ভর্তি কার্গো ও জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটলে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। ব্যাপক হারে প্লাস্টিক দূষণ দ্বারাও বিপর্যস্ত পশুর নদীর প্রাণবৈচিত্র। অন্যদিকে ফারাক্কা বাঁধের বিরুপ প্রতিক্রিয়ায় পর্যাপ্ত মিষ্টি পানির প্রবাহ না থাকায় পশুর নদী এবং সুন্দরবন তার যৌবন হারাচ্ছে। পানির কোন বর্ডার নেই এই কথা মনে রেখেই ধরিত্রী বাঁচাতে জাতীয়-আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কাজ করতে হবে।

যশোর: বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা যশোর আঞ্চলিক কমিটির আয়োজনে ভৈরব নদীর দড়াটানা ব্রিজের উপর আন্তর্জাতিক নদী কৃত্য দিবস মানববন্ধনের মধ্যমে পালন করা হয়। বক্তারা ভৈরব নদী দখল, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ও দূষণ মুক্ত করে যশোরের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করার জন্য সবাই সরকারের কাছে দাবি জানান। আরো দাবি জানানো হয় নদী আইন বাস্তবায়ন করে দ্রুত নদী খনন করার জন্য। আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন বাপা যশোর আঞ্চলিক কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আবু সাঈদ মোঃ আতিকুর রহমান, যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক গোপিকান্ত সরকার, সদস্য অধ্যাপক শহীদুল আলম, সদস্য ডাঃ মোঃ আহসান হাবীব এবং সদস্য মোঃ আবুল কাসেম। এ ছাড়া সংহতি প্রকাশ করে বক্তাব্য প্রদান করেন অধ্যাপক অখিল কুমার চাক্রবর্তি।

কলাপাড়া: ১৪ মার্চ কলাপাড়া আঞ্চলিক শাখায় আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য নদী দিবস উপলক্ষ্যে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবসে কলাপাড়া প্রেসক্লাব-আন্ধারমানিক এর সভাপতি হুমায়ুন কবির বলেন নদীর নব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে, মহামান্য হাইকোর্টের দেয়া নদী কেন্দ্রীক রায় বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বর্জ্য-দূষণ-দখল বন্ধ করতে হবে। কলাপাড়া প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি শামসুল আলম বলেন- কলাপাড়া-নদীকে রক্ষায় সামাজিক আন্দোলনের বিকল্প নেই। মেজবাহ উদ্দিন মাননু সাধারণ সম্পাদক বাপা কলাপাড়া আঞ্চলিক শাখা বলেন আন্ধারমানিক নদীকে দখল-দূষণমুক্ত রাখতে হবে, নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে হবে, নদী তীরের জেগে ওঠা চরভূমি বন্দোবস্ত দেয়া বাতিল করতে হবে, বনবিভাগের কাছে বনায়নের জমি হস্তান্তর করতে হবে এবং নদী তীরের অবৈধ স্থাপনাসহ দুই তীরের সকল ইটভাটা বন্ধ করতে হবে। নদীসহ এই অঞ্চলের খাল-জলাশয় রক্ষায় সরকারিভাবে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানানো হয়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

কুমিল্লা: ১৪ ই মার্চ ২০২১ আর্ন্তজাতিক নদী কৃত্য দিবস উপলক্ষে কুমিল্লা টাউন হল সভা কক্ষে বাপা কুমিল্লা আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ডাঃ মোসলেহ উদ্দিন আহম্মেদ সভাপতি বাপা কুমিল্লা আঞ্চলিক শাখা। এ উপলক্ষে গোমতী এবং কুমিল্লার অন্যান্য নদ-নদীর দুঃসহ পরিস্থিতির উপর ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন সাংবাদিক সাইয়িদ মাহমুদ পারভেজ। সভায় এ বিষয়ে কিছু করণীয় বিষয় তুলে ধরা হয়: কুমিল্লা নদ-নদী ও খাল ভরাট থেকে বাঁচাতে হলে সবার আগে দৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি অতি জরুরী। তা না হলে ভরাট থেকে বাঁচানো সম্ভব নয়। সেই সাথে আইনের দ্রুত প্রয়োগ ও সাজা বাস্তবায়ন জরুরী। নদ-নদীকে ব্যক্তি-আইনি সত্তা বা জীবন্ত সত্তা ঘোষণার রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে তা প্রয়োগ করতে হবে। অবৈধ দখলদারদের দ্রুত উচ্ছেদের মাধ্যমে নদ-নদী ও খালের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে হবে। তা না হলে নদ-নদী বা খালকে বাঁচানো যাবে না।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

ঢাকা শহরের ৭০টি স্থানের বায়ু দূষণ সমীক্ষা-২০২০”- শীর্ষক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস) এর যৌথ উদ্যোগে ২০ মার্চ, ২০২১ শনবিার সকাল ১০.৩০টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তন, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় ক্যাপস পরিচালিত “ঢাকা শহরের ৭০টি স্থানের বায়ু দূষণ সমীক্ষা-২০২০”- শীর্ষক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর মাননীয় উপাচার্য স্থপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলী নকী এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাপা’র সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাপা’র যুগ্ম সম্পাদক এবং স্টামফোর্ড বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস)-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার। এছাড়াও এতে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাশমী, বাপা’র যুগ্ম সম্পাদক স্থপতি ইকবাল হাবিব, মিহির বিশ্বাস এবং বাপা'র বায়ু, শব্দ ও দৃষ্টি দূষণ কমিটির সহ-আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম মোল্লা।

গবেষণার ফলাফল প্রকাশ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার বলেন, গবেষণার অংশ হিসেবে ঢাকা শহরের ১০টি সংবেদন-শীল, ২০টি আবাসিক, ১৫টি বাণিজ্যিক, ২০টি মিশ্র এবং ৫টি শিল্প এলাকার বায়ুর মান পর্যবেক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, যে সকল স্থানের বায়ুমান পর্যালোচনা করা হয়েছে, ঐ সকল স্থান পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক শব্দ দূষণ পর্যবেক্ষণের জন্য ২০১৭ সালের নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রতিটি স্থান হতে ৪টি করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল। ঢাকা শহরের বায়ু দূষণের এলাকা ভিত্তিক মানচিত্র তৈরী করা গবেষক দলের অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল।

অধ্যাপক মজুমদার বলেন, সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে ২০২০ সালে ঢাকা শহরের ৭০টি স্থানের গড় বস্তুকণা২.৫ ছিল প্রতি ঘনমিটারে ৩৩৫.৪ মাইক্রোগ্রাম। যা বস্তুকণা২.৫ এর আদর্শ মানের চেয়ে প্রায় ৫.২ গুন বেশি। বস্তুকণা২.৫ এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় আদর্শ বায়ুমান (দৈনিক) প্রতি ঘনমিটারে ৬৫ মাইক্রোগ্রাম। ফলাফল বিশ্লেষণ করে আরো দেখা যায়, ভূমি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ২০২০ সালে ৫টি এলাকার বস্তুকণা২.৫ গড় মান ছিল প্রতি ঘনমিটারে ৩৩৫.৪ মাইক্রোগ্রাম যা ২০১৯ সালের তুলনায় প্রায় ১০.২ শতাংশ বেশী। উল্লেখ্য যে, ২০১৯ সালে বস্তুকণা২.৫ গড় মান পাওয়া যায় প্রতি ঘনমিটারে ৩০৪.৩২ মাইক্রোগ্রাম। ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস কর্তৃক মনিটরিং থেকে দেখা যায় ২০১৯ সালের চেয়ে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে দূষিত বায়ুর পরিমাণ প্রায় ১০.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণায় অনুযায়ী ২০২০ সালে বায়ুর মানের ভিত্তি করে ঢাকা শহরের ৭০ টি স্থানের মধ্যে বাণিজ্যিক এলাকার এলিফেন্ট রোডের সুবাস্তু আর্কেড এর সামনে (প্রতি ঘনমিটারে ৪৫৮ মাইক্রোগ্রাম), মিশ্র এলাকার নিউ মার্কেট মেইন গেটের সামনে (প্রতি ঘনমিটারে ৪৫৬ মাইক্রোগ্রাম) এবং শিল্প এলাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকায় (প্রতি ঘনমিটারে ৪৫৫ মাইক্রোগ্রাম) দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে ২০২০ সালে ৭০ টি স্থানের মধ্যে সবচেয়ে কম দূষিত ৩টি স্থান হলো মিশ্র এলাকার মোহাম্মাদপুরের তাজমহল রোড (প্রতি ঘনমিটারে ২১৯ মাইক্রোগ্রাম), সংবেদনশীল এলাকার আগারগাঁও এর শিশু হাসপাতাল (প্রতি ঘনমিটারে ২২০ মাইক্রোগ্রাম) এবং আবাসিক এলাকার পল্লবীর ব্লক ডি এর রোড-২৩ (প্রতি ঘনমিটারে ২৩০ মাইক্রোগ্রাম)। ২০১৯ এর তুলনায় ২০২০ সালে ঢাকা শহরের ৭০ টি স্থানের মধ্যে মিশ্র এলাকার নিউ মার্কেট মেইন গেটের সামনে প্রায় ২০২ শতাংশ, বাণিজ্যিক এলাকার এলিফেন্ট রোড সুবাস্তু আর্কেডের সামনে ৮৩.১ শতাংশ ও বাংলা মোটর ভি আই পি রোডে ৭৮.৩ শতাংশ বায়ু দূষণ (বায়ুর গড় মান) বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে সংবেদনশীল এলাকার বাংলাদেশ সচিবালয় এর সামনে ৩১.৯ শতাংশ, মিশ্র এলাকার গাবতলী বাস স্ট্যান্ড এ ২৯.৫ শতাংশ এবং আবাসিক এলাকার তাঁতিবাজার, কোতোয়ালি, পুরাণ ঢাকায় ২৯.১ শতাংশ বায়ু দূষণ হ্রাস পেয়েছে। শতাংশের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মিশ্র এলাকার বায়ু দূষণ ২০১৯ এর তুলনায় ২০২০ সালে প্রায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরপক্ষে সংবেদনশীল এলাকায় গড়মান ২০১৯ এর তুলনায় ২০২০ সালে ০.৮% হ্রাস পেয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ঢাকার বাতাসে অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণা২.৫ এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। এটি সাধারণ জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো অর্থাৎ যানবাহন, শিল্পকারখানা ও বর্জ্য পোড়ানো থেকে সৃষ্টি হয়। তবে নির্মাণ কাজ হতে সৃষ্ট ধুলাবালি রাস্তার গাড়ির চাকার সাথে সংঘর্ষের ফলে অতিক্ষুদ্র ধূলিকণায় রূপান্তরিত হতে পারে ।

সভাপতির বক্তব্যে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর মাননীয় উপাচার্য স্থপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলী নকী বলেন, যে কোন ধরনের দূষণ নিয়ন্ত্রণে সবার সদিচ্ছা ও সতর্কতার প্রয়োজন এবং জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সকলকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে এসে দূষণ কমানোর তাগিদ দেন।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

বাপার সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল বলেন, যে উন্নয়ন কর্মকান্ড মানুষের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দেয় তাকে উন্নয়ন বলা সঠিক নয়। সেজন্য মেট্রোরেল সহ কোনো বড় প্রকল্প গ্রহণের প্রাক্কালে সমন্বিত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক অভিঘাত পর্যালোচনা করা অবশ্যক যা আমাদের দেশের নীতি নির্ধারকদের মাথায় রাখা প্রয়োজন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাশমী বলেন, শিল্প কারখানাগুলোতে নিয়মিত বায়ুদূষণ মনিটরিং করা এবং শহরের রাস্তা গুলোতে কিভাবে সাশ্রয়ী ভাবে পানি ছিটানো যায় সেটি নিয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করে দেখতে পারেন।

বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক স্থপতি ইকবাল হাবিব বলেন, ঢাকা শহরের দূষণের সমস্যা আমাদের অজানা নয় কিন্তু সরকার এখনো দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রকার করণীয় নির্ধারণ করতে পারেনি। সেই সাথে তিনি নির্মল বায়ু আইন-২০১৯ দ্রুত কার্যকরের দাবি জানান। এছাড়াও নির্মাণ কাজের সময় পরিবেশ-প্রতিবেশ বিবেচনায় রেখে স্পষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করার উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক মিহির বিশ্বাস বলেন, বৃদ্ধ লোক জন এবং শিশুদেরকে আমরা স্বস্তিতে থাকতে দিতে চাই এবং এটির জন্য সরকার ও জনগণের ভূমিকার কোন বিকল্প নেই।

বাপা'র বায়ু, শব্দ ও দৃষ্টি দূষণ কমিটির সহ-আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম মোল্লা বলেন, শিল্প কারখানার ধোয়া থেকে কি পরিমান দূষণ হয় সেটিও আলাদা ভাবে গবেষাণা করার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন এর উপর জোর দিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে শব্দ দূষণের ভয়াবহতা থেকে উত্তরণ এর জন্য ১৭টি সুপারিশ তুলে ধরা হয়-

স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপঃ

১. ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য উন্নত মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। শিশু, অসুস্থ এবং গর্ভবতী নারীদের সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে।
২. শুষ্ক মৌসুমে সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিস, ওয়াসা এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে ঢাকা শহরে প্রতি দিন দুই থেকে তিন ঘণ্টা পর পর পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. নির্মাণ কাজের সময় নির্মাণ স্থান ঘেরাও দিয়ে রাখতে হবে ও নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের সময় ঢেকে নিতে হবে।
৫. রাস্তায় ধূলা সংগ্রহের জন্য সাকশন ট্রাকের ব্যবহার করতে হবে।
৬. অবৈধ ইটভাটা গুলো বন্ধ করতে হবে।
৭. ব্যক্তিগত গাড়ি এবং ফিটনেস বিহীন গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রয়োজনে নম্বর প্লেট অনুযায়ী জোড়-বিজোড় পদ্ধতিতে গাড়ি চলাচলের নির্দেশনা দিতে হবে।
৮. বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে সবার আগে সবাইকে মিলে সমন্বিত ভাবে কাজ করতে হবে।

মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপঃ

১.সরকারী ও বেসরকারি উদ্দ্যোগে প্রচুর সংখ্যক গাছ লাগাতে হবে এবং ছাদ বাগান করার জন্য সকলকে উৎসাহিত করতে হবে।
২.ঢাকার আশেপাশে জলাধার সংরক্ষণ করতে হবে।
৩.আগুনে পোড়ানো ইটের বিকল্প হিসাবে সেন্ড ব্লক এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে।
৪.আলাদা সাইকেল লেনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫.সিটি গভর্নেন্স এর প্রচলনের মাধ্যমে উন্নয়ন মূলক কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করতে হবে। সেবা সংস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ড স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপঃ

১. নির্মল বায়ু আইন-২০১৯ যতদ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে ২. পরিবেশ সংরক্ষণ ও সচেতনতা তৈরির জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। নিয়মিত বায়ু পর্যবেক্ষন স্টেশন (ক্যামস) এর ব্যাপ্তি বাড়িয়ে ঢাকা শহরের সব এলাকাকে এর আওতাধীন করতে হবে। বায়ু দূষণের পূর্বাভাস দেওয়ার প্রচলন করতে হবে ৩. সর্বোপরি সচেতনতা তৈরির জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে বায়ু দূষণ সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য নির্ভর অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ঢাকাসহ সারা দেশের বায়ু দূষণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ৪. লোকবল সঙ্কট নিরসনে প্রত্যক উপজেলায় একজন পরিবেশ কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে এবং এটি নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিসিএস (ইঈঝ) এ পরিবেশ ক্যাডার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কোহেলিয়া নদী ভরাটের প্রতিবাদে ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সুরক্ষার দাবীতে এক ভার্চুয়াল সমাবেশ

বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক(বেন) নিউইয়র্ক-নিউজার্সি-কানেক্টিকাট চ্যাপ্টার, বাপা কক্সবাজার আঞ্চলিক শাখা, এবং প্রোগ্রেসিভ ফোরাম, ইউএসএ-র যৌথ উদ্যোগে ২০মার্চ, ২০২১ শনিবার মহেশখালীর কোহেলিয়া নদী ভরাটের প্রতিবাদে ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সুরক্ষার দাবীতে এক ভার্চুয়াল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ড. নজরুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা বেন এবং সহ-সভাপতি বাপা, সঞ্চালনা করেন মোঃ হারুন সমন্বয়কারী বেন (নিউইয়র্ক-নিউজার্সি-কানেক্টিকাট চ্যাপ্টার)। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোঃ খালেকুজ্জামান অধ্যাপক লকহ্যাভেন বিশ্ববিদ্যালয় পেলসেনভিয়া, যুক্তরাষ্ট্র। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ডা.মো: আব্দুল মতিন নির্বাহী সহ-সভাপতি বাপা, শারমীন সোনিয়া মুরশিদ সদস্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ফজলুল কাদের চৌধুরী সভাপতি কক্সবাজার বাপা আঞ্চলিক শাখা, খোরশেদুল ইসলাম সভাপতি প্রোগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ, মোসাদ্দেক ফারুকী সভাপতি মহেশখালী বাপা আঞ্চলিক শাখা, এইচ এম নজরুল ইসলাম সম্পাদক দৈনিক কক্সবাজার বার্তা এবং কলিম উল্লাহ সাধারণ সম্পাদক কক্সবাজার বাপা আঞ্চলিক শাখা।

ড. নজরুল ইসলাম বলেন দেশে কোন পরিকল্পিত উন্নয়ন হচ্ছে না। সব প্রকল্পই হচ্ছে কেবল অপরিকল্পিত ও লুটেরা প্রকল্প। মুষ্টিমেয় কিছু সার্থান্বেসী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও ব্যুরোক্রেটদের কারণে দেশের ১৭ কোটি মানুষের মতামত ও অধিকার উপেক্ষিত হচ্ছে বারংবার। তিনি কক্সবাজারের কোহেলিয়া-তিস্তা সহ দেশের অন্যান্য নদ-নদী ও পরিবেশ সম্পর্কিত নেওয়া সরকারের সব মেগা প্রকল্পে জনগনের সরাসরি সম্পৃক্ততা ও তাদের মতামত গ্রহণের দাবী জানান।

ডা. মো. আব্দুল মতিন বলেন, নদী কোন ভোগ্যপণ্য নয়। নদীর অববাহিকার লোকদের নিয়েই নদীর উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজ করতে হবে।

ড. মোঃ খালেকুজ্জামান বলেন, মহেশখালী উপজেলার উপকূল ঘেষে ২২ কিঃমিঃ দীর্ঘ কোহেলিয়া নদীটির অববাহিকা অঞ্চলের আয়তন প্রায় ১০০ বর্গ কি.মি.। কোহেলিয়া নদীর অববাহিকাতে রয়েছে প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্র এবং সম্পদের বিপুল সমাহার। এই অববাহিকার মূল বৈশিষ্ট হচ্ছে প্যারাবন, মহেশখালী বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য, চিংড়ি এবং লবণ চাষের অনেকগুলি প্রকল্পের উপস্থিতি, যার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল। এ অঞ্চলে ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লা-ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং একটি সুমুদ্র বন্দর স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং জাপানের আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার (ঔওঈঅ) ইতোমধ্যেই ৬০০ হেক্টর জমি অধিগ্রহন করেছে এবং নির্মাণ প্রকল্পও এগিয়ে নিচ্ছে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

এই প্রকল্পের জন্য রাস্তা এবং ব্রিজ নির্মাণের জন্য অধিগ্রহনকৃত জমি থেকে কয়েক হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যাদের অনেকেই ক্ষতিপূরণও পায়নি। প্রকল্প এলাকাটি উপকূলীয় জোয়ার ভাটা প্রবন, সাইক্লোন গতিপথের উপর, এবং উচচহারে সমূদ্রপৃষ্ঠ বেড়ে যাওয়া অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রকৃতিকভাবে সংবেদনশীল এলাকা সুন্দরবন থেকে ৪০ কিঃমিঃ এবং উপকূল থেকে ৫২ কিঃমিঃ দূরে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া কয়লা-ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, কয়লা একটি নোংরা জ্বালানী। কয়লা উত্তোলন থেকে শুরু করে, জাহাজ-সড়ক-রেল পথে পরিবহন প্রক্রিয়া, লোডিং-আনলোডিং প্রক্রিয়া, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার প্রক্রিয়া, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারকালীন সময়ে সৃষ্ট ধোয়া, উদ্গিরিত গ্যাস, এবং জ্বালানীর অবশিষ্ঠাংশ হিসাবে পড়ে থাকা ছাই এর রক্ষনা-বেক্ষন করার সমস্ত পর্যায়েই দূষন তৈরি করে এবং ভূপরিস্থ-ভূগর্ভস্থ-সামুদ্রিক পানিতে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর সমস্ত উপকূলীয় এলাকাতেই সৈকতরেখার সমান্তরাল স্রোত বিদ্যমান। মাতারবাড়ী প্রকল্প এলাকাতে এই স্রোত উপকূল ঘেষে দক্ষিনে অবস্থিত পর্যটনের রাজধানীখ্যাত কক্সবাজার পৌছাতে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও মাতারবাড়ী-তে কয়লা বহনকারী অসংখ্য জাহাজের যাতায়ত মোটেও কাম্য হতে পাওে না। কোহেলিয়া নদী ধংস করে মাতারবাড়ীর কয়লা-ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ধারণা একটি পরিবেশ বিধ্বংসী এবং অগণিত মানুষের দুঃখ-দূর্দশার কারণ হবে বলে স্পষ্টতঃ প্রতিয়মান হচ্ছে। তাই তিনি সরকারের প্রতি এই প্রকল্প থেকে সরে এসে পরিবেশ বান্ধব এবং জনবান্ধব প্রকল্প বাস্তবায়নের জোর দাবী জানান।

শারমীন মুরশিদ বলেন, সরকার উন্নয়ন করে দেশের মানুষের জন্য, কিন্তু সেই উন্নয়নই যদি মানুষের জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাড়ায় তবে সেই উন্নয়নের কোন প্রয়োজন নাই।

ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেন, কক্সবাজার ও কোহেলিয়া নদী নষ্ট হলে আমাদেরকে এর চরম মূল্য দিতে হবে। তাই তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার এবং কোহেলিয়া নদীকে বাঁচানোর আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য দেশ ও বিদেশের সব পরিবেশবাদীদের প্রতি আহ্বান জানান।

মোসাদ্দেক ফারুকী বলেন, কোহেলিয়া নদীই এখানকার জনগনের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। এখানকার মানুষ এই নদীতে মাছ ধরে এবং লবন চাষ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

সাবেক স্থানীয় কাউন্সিলর ও ভূমিদস্যু আক্তার হোসেন দীর্ঘদিন যাবত বড়াল নদীর মাটি কেটে ভরাটের কাজ করছিল। গত ২০ শে মার্চ ২০২১ তারিখে উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তাকে বলে তা বন্ধ করা হয়। এস.এ টেলিভিশন সরেজমিনে তা পরিদর্শন করে এবং এস.এম মিজানুর রহমান এর সাক্ষাৎকার নেন।

বিশ্ব বন দিবস উদযাপন উপলক্ষে পশুর নদীর পাড়ে অবস্থান কর্মসুচি

বিশ্ব বন দিবস উদযাপন উপলক্ষে মোংলার পশুর নদীর পাড়ে, সুন্দরবনের ঢাংমারিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ ও পশুর রিভার ওয়াটারকিপারের আয়োজনে, ২১ মার্চ রবিবার বিকেল ৪টায় অবস্থান কর্মসুচি পালন করা হয়। উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর মোংলার আহ্বায়ক পশুর রিভার ওয়াটারকিপার মোঃ নূর আলম শেখ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সুন্দরবন ডলফিন সংরক্ষণ দলনেতা ইস্রাফিল বয়াতি, বাপা নেতা ষ্টিফেন হালদার, ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ'র শেখ রাসেল, পশুর রিভার ওয়াটারকিপার ভলান্টিয়ার মাহারুফ বিল্লাহ, জুবায়ের হোসেন প্রমূখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন মানুষের অত্যাচারে সুন্দরবনের বাঘ-হরিণসহ বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র বিপন্ন হতে চলেছে। সুন্দরবনকে যদি রক্ষা করা না যায় তাহলে উপকূলীয় অঞ্চলসহ পরিবেশ-প্রতিবেশ মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়বে। বক্তারা আরো বলেন সাম্প্রতিক সময়ে সুন্দরবনের বাঘ-হরিণ হত্যা এবং সুন্দরবনের খালে বিষ দিয়ে মাছ নিধন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া প্রতিনিয়ত সুন্দরবনের প্রাণ পশুর নদীতে তেল-কয়লা-সার-ক্লিংকার ভর্তি জাহাজডুবির ফলে বার বার সুন্দরবন আক্রান্ত হচ্ছে। বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের গর্বিত অভিভাবক বাংলাদেশ। সুন্দরবন রক্ষায় সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি সুন্দরবন বিনাশী সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাতিল করার জন্য বক্তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

মোংলাঃ বিশ্ব বন দিবস উপলক্ষে বাপা, ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ ও পশুর রিভার ওয়াটারকিপার আয়োজিত সুন্দরবন পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণের দাবীতে অবস্থান কর্মসুচি। ২১-০৩-২০২১

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), জাতীয় নদী রক্ষা আন্দোলন, জাতীয় নদী জোট, কোয়ালিশন ফর দ্য আরবান পুওর, রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্স সেন্টার এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ২২ মার্চ, ২০২১ সোমবার সকাল ৯টায় বিশ্ব পানি দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে **"কেমন আছে বাংলাদেশের নদী"** (State of Bangladesh Rivers) শীর্ষক এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা সভাপতি সুলতানা কামাল এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল এর সঞ্চালনায় উক্ত ওয়েবিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার। এতে সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বেন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বাপা সহ-সভাপতি ডঃ নজরুল ইসলাম, বাপা সহ-সভাপতি অধ্যাপক এম ফিরোজ আহমেদ, জাতীয় নদী রক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়কারী এবং বাপা নির্বাহী সহ-সভাপতি ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সদস্য এবং জাতীয় নদী জোটের আহ্বায়ক শারমীন মুরশিদ এবং কোয়ালিশন ফর দ্য আরবান পুওর এর চেয়ারম্যান ডঃ দিবালোক সিংহ। এছাড়া অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক গোলাম রহমান সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব প্লানার্স, অধ্যাপক মনজুরুল কিবরিয়া, বাপা নির্বাহী সদস্য, মোহাম্মদ এজাজ সভাপতি রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্স সেন্টার, মো. জহুরুল হক শাকিল সহযোগী অধ্যাপক সিলেট শাহজা-লাল বিশ্ববিদ্যালয়, তোফাজ্জল সোহেল সাধারণ সম্পাদক বাপা হবিগঞ্জ আঞ্চলিক শাখা এবং সঞ্জীব দ্রং বাপা জাতীয় কমিটির সদস্য।

সভাপতির বক্তব্যে সুলতানা কামাল বলেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা আইনের সম-প্রয়োগ। যার ফলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে বাঁচাতে পারছি না। দেশের সাধারণ জনগনকে অন্ধাকারে রেখে ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের নামে দেশের নদ-নদী ও পরিবেশ ধ্বংস করা হচ্ছে। নদীকে বাঁচানোর জন্য কৌশলগত দিক নিয়ে বাপা'র আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন আমাদের সাংবিধানিক ও নাগরিক দায়িত্ববোধ থেকে আমাদের নদী ও পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

ডঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন বাংলাদেশের নদীর পানির জন্য উজানের দেশের নদীগুলোর উপর নির্ভর করতে হয়। তারা বাধ দিয়ে নদীর পানি প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে দেশে পানির সংকট সৃস্টি হচ্ছে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

সেইজন্য উজানের দেশের সংঙ্গে এ বিষয়ে টেকসই ও জনমূখী চুক্তি করা প্রয়োজন। দেশের খাবার পানির প্রায় ৮০% শতাংশ পানি ভূ-গর্ভস্থ উৎস হতে আসে। ভূ-গর্ভস্থ পানির সঙ্গে নদীর পানির সংযোগ রয়েছে নদীর পানির সরবরাহ ঠিক না থাকলে ভূ-গর্ভস্থ পানিতেও সংকট দেখা দিবে। তিনি বলেন দেশের ১৮ কোটি মানুষকে ঠিকমতো পানি সরবরাহ করতে হলে টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ভাটিতে অবস্থিত বদ্বীপ হিসাবে, বাংলাদেশকে প্রয়োজন অনুযায়ী জায়গা অধিগ্রহণ করেও নদীর জায়গা বিস্তৃত করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ডঃ নজরুল ইসলাম বলেন বাংলাদেশের বর্ষা মৌসুমে ভারত পানি ছেড়ে দিয়ে বন্যায় ভাসায় আর খরা মৌসুমে পানি আটকে রেখে খরায় মারে। ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র তাদেরকে আমরা ট্রার্নজিট সুবিধা দেব এবং তাদের কাছ থেকে আমরা খরা মৌসুমে পানি নিব এভাবে স্বচ্ছতার সাথে টেকসই চুক্তি করা প্রয়োজন। বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে চীনের সাথে তিস্তা চুক্তি হচ্ছে সেটা দেশের জনগনতো দুরের কথা সরকারে সংশ্লিষ্ট এক মন্ত্রণালয় অন্য মন্ত্রণালয়কেও জানায় না। কিন্তু দেশের জনগনের জানার অধিকার আছে। তিনি তিস্তা কোহেলিয়া সহ দেশের সকল নদীর মাষ্টার প্ল্যানে কি আছে তা জনগনকে জানানোর জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। জনগনের সামনে উম্মুক্ত করতে হবে গৃহীত এ সকল মাষ্টার প্ল্যান।

অধ্যাপক এম ফিরোজ আহমেদ বলেন দেশের খাবার পানির মান ঠিক রাখতে হলে দেশের নদীগুলো দূষণমুক্ত করে পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। দেশের পানির সংকট দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। এক দিকে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে, অন্য দিকে দেশের নদী-গুলো প্রতিনিয়তই দখল ও দূষণে নিপতিত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে দ্রুত বের হয়ে আসতে হবে।

ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন বলেন ঢাকার চার পাশের নদীগুলোকে উদ্ধার করা সম্ভব না হলে কি ভাবে সারা দেশের নদী উদ্ধার করা যাবে। নদী কমিশনের বর্তমান কর্মকান্ড দেখে মনে হচ্ছে তারা ঝিমিয়ে পড়েছে। উদ্ধার হওয়া নদীগুলো পুনরায় দখল ও দূষিত হয়ে যাচ্ছে। তিনি সরকারের নিকট শিল্পকারখানা কতৃক ভূ-গর্ভস্থ এক্যুফায়ার দূষন বন্ধের দাবী জানান।

শারমীন মুরশিদ বলেন নদী রক্ষার কাজ করা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত কঠিন, আর সেই কঠিন কাজটি করার পরে অনেক স্থানে পুনরায় নদীটি দখল হয়ে যায়। দেশে নদী রক্ষার আইন আছে কিন্তু আইনেইর কঠোর প্রয়োগ নাই। তিনি দোষীদের উপর কঠিন শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন এবং তাদের বিরুদ্ধে বার বার প্রতিনিয়তই চাপ সৃষ্টি করার আহবান জানান।

ডঃ দিবালোক সিংহ বলেন, ঢাকা শহরের পানির স্তর ক্রমেই নীচে চলে যাচ্ছে। ওয়াসা খাবার পানির দাম দিন দিন বৃদ্ধি করছে। ঢাকার চার পাশের নদীগুলোতে শিল্প এবং মনুষ্য বর্জ্য ফেলার কারনে নদীগুলো আজ মৃত প্রায়। সরকারের এ দূরবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

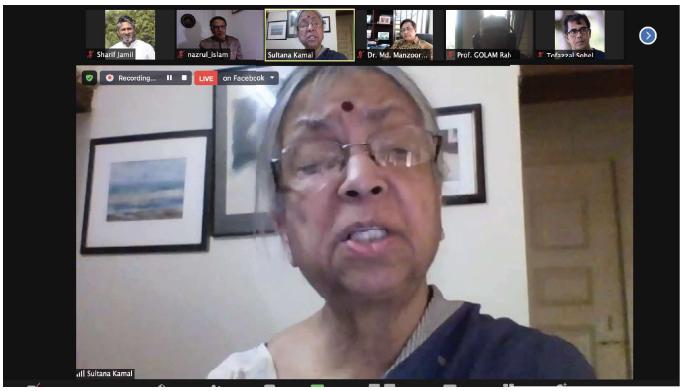

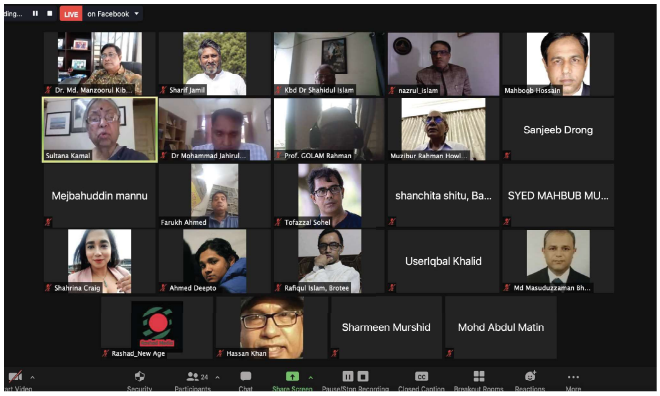

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

বিশ্ব পানি দিবস-২০২১ "VALUING WATER" বা পানির যথাযথ মূল্যায়ন-প্রতিপাদ্য নিয়ে ২২ মার্চ, সকাল ১১.৩০মিঃ বরিশাল জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে বাপা, বেলা, এএলআরডিসহ অন্যান্য সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জসীম উদ্দীন হায়দার, জেলা প্রশাসক বরিশাল এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম উপ-সচিব, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, বরিশাল। সভাপতিত্ব করেন রনজিৎ কুমার দত্ত, মূল প্রবন্ধ উপস্থান করেন মোঃ রফিকুল আলম বাপা নির্বাহী সদস্য, এবং সঞ্চালনা করেন শুভংকর চক্রবর্তী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রহিমা সুলতানা কাজল। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লিংকন বায়েন, অধ্যা. গাজী জাহিদ হোসেন, অধ্যাপক শাহ সাজেদা, মহিউদ্দিন মানিক (বীর প্রতীক), আনোয়ার জাহিদ, জাহানারা বেগম স্বপ্না, মোঃ নাছির উদ্দিন, কাজী এনায়েত হোসেন শিবলু, কাজী মিজানুর রহমান ফিরোজ, আসিফ চৌধুরী প্রমুখ।

বাপা প্রতিনিধিদের ধ্বংসের মুখে থাকা লক্ষীবাউর জলারবন পরিদর্শন

২৭ মার্চ শনিবার বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র একটি প্রতিনিধিদল লক্ষীবাউর জলারবন পরিদর্শন করেন। বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ছিলেন, বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল, যুগ্ম সম্পাদক ডা: এস এস আল-আমীন সুমন, বাপা সদস্য আব্দুল হান্নান, তানভীর আহমেদ, ডা: আলী আহসান চৌধুরী পিন্টু, আব্দুল ওয়াদুদ মাসুম, কেন্দ্রীয় যুব বাপা সংগঠক দেওয়ান নূরতাজ আলম, এ আর মুর্শেদ, সৈয়দ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

রাতারগুলের মত হবিগঞ্জের বানিয়াচঙ্গ-এ অবস্থিত লক্ষীবাউর একটি অনন্য মিঠাপানির জলারবন। রাতারগুলের চেয়েও আয়তনে অনেক বড় হলেও দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনায় বনটি প্রায় ধ্বংসের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। বনে ঢুকলে একটি গাছেও পুরাতন ডাল পালা দেখা যায়না। বন সংলগ্ন জলাশয়সমূহ ইজারা দেওয়া এবং গাছের ডালপালা কেটে বিক্রি করার কারণে বনের প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন, বনের ভিতরে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করা এবং উচ্চ শব্দে গান বাজনার মত ঘটনা চোখে পড়ে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২১

বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল বলেন, লক্ষীবাউর একটি অনন্য সুন্দর অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। স্থানীয় জনসাধরনকে সম্পৃক্ত করে প্রকৃতি বান্ধব পর্যটন ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা করা উচিত । তবে প্রাথমিকভাবে অন্ততঃ আগামী ৩ বছর পর্যটনসহ যে কোন ধরনের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে বনের নিজস্ব পরিবেশ-প্রতিবেশ ফিরিয়ে আনা উচিত।

গাছ হত্যার প্রতিবাদে শোকসভা

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), আদিবাসী অধিকার বিষয়ক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাপেং ফাউন্ডেশন ও খাসিয়াপুঞ্জির অধিকার আদায়ে কাজ করা কুবরাজ আন্তঃপুঞ্জি উন্নয়ন সংগঠন বড়লেখার খাসিয়াপুঞ্জিতে গাছকাটার প্রতিবাদে ২৪ মার্চ একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাপা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল করিম কিম-এর সভাপতিত্বে সিলেটের খাদিমনগরে সকাল সাড়ে নয়টাতে আয়োজন করা এই শোকসভায় সিলেট বিভাগের বিভিন্ন এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহন করেন। এতে বক্তব্য রাখেন কুবরাজ আন্তঃপুঞ্জি উন্নয়ন সংগঠন-এর সাধারন সম্পাদক ফ্লোরা বাবলি তালাং, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাপেং ফাউন্ডেশন-এর প্রকল্প পরিচালক উজ্জ্বল আজিম, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, সিলেট শাখার সভাপতি গৌরাঙ্গ পাত্র, বৃহত্তর সিলেট ত্রিপুরা উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি জনক দেববর্মন, বৃহত্তর খাসি সোশ্যাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শোকসভা আয়োজনের প্রেক্ষাপট বর্ননা করে সভার সভাপতি আব্দুল করিম কিম বলেন, গত ১৯শে মার্চ আগার খাসিয়াপুঞ্জিতে অহেতুক দুটি চাপালিশ গাছ কাটা ও আরো কিছু গাছ কাটার উদ্যোগে পরিবেশ প্রেমী ও স্থানীয় বনজীবি পুঞ্জিবাসীরা শোকাহত হয়েছেন। গাছ কাটার জন্য কিছু মানুষ মুখিয়ে থাকে। কিছু প্রতিষ্ঠান গাছ কেটে পকেট ভারী করার উদ্দেশ্যে অবিরাম দা-কুড়াল-করাত শান দেয়। দেশের সর্বত্র কেবল গাছ কাটার আয়োজন। বনাঞ্চল হোক, চা-বাগান হোক, নগর হোক, রাজধানী হোক- কোথাও গাছ রক্ষার চেষ্টা নেই। পরিবেশবাদীরা সবুজ আচ্ছাদন রক্ষার জন্য নানাভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করে গেলেও কর্তৃপক্ষের কার্যকর কোন ভূমিকা নেই। বরঞ্চ উন্নয়ন কর্মকান্ডের দোহাই দিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দেদারসে বৃক্ষনিধন করেই চলছে।

ফ্লোরা বাবলি তালাং বলেন, আগারপুঞ্জিটির পাশ ঘেঁষে ছোটলেখা চা-বাগান। পুঞ্জিতে রয়েছে ৪৮টি খাসিয়া পরিবার। পান চাষ ও বিক্রি করে করে পুঞ্জতাঁজিবাসীর জীবিকা চলে। ছোটলেখা চা-বাগান কর্তৃপক্ষ বিনা নোটিশে আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে গাছ কেটে ফেলে। চা-বাগান কর্তৃপক্ষের এমন অন্যায় কর্মকান্ডের নাগরিক প্রতিবাদ প্রয়োজন। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের আইনানুগ ব্যাবস্থা নেয়া উচিত।

৯/১২, ব্লক: ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা - ১২০৭
+৮৮০১৭৯৮০৯৯৯০৯
+৮৮০২-৫৮১৫২০৪১
bapa2000@gmail.com
info@bapa.org.bd